দৈনিক বাংলা
তারিখ ... 20 OCT 1992
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬

শিক্ষা এবং পরীক্ষা

পরীক্ষা কারও কারও কাছে ভয়ের ব্যাপার। এক শ্রেণীর ছাত্রের মধ্যে পরীক্ষাভীতি রয়েছে। কিন্তু হালে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী চায় যথাসময়ে পরীক্ষা হোক। কারণ পরীক্ষা পাস না করলে শিক্ষার মূল্যায়ন হয় না। পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট ছাড়া চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। সব দেশেই এ নিয়ম। বিস্ময়কর ব্যাপার, আমাদের উচ্চতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই পরীক্ষাই যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, পরীক্ষা হলেও ফল প্রকাশে দেরি হয়।

প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই সেশনজট আজ একটি বড় শিক্ষা সংকট। এই সংকটের ফলে ছাত্রদের শিক্ষা সমাপ্ত হতে অনেক বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। তিন বছরের কোর্স শেষ হতে ছয় বছর এবং চার বছরের কোর্স শেষ হতে আট-নয় বছর লাগছে। তাতে ছাত্র, অভিভাবক ও জাতির ক্ষতির একশেষ। ছাত্রদের জীবন থেকে বেশ কয়েকটা মূল্যবান বছর খসে পড়ে যায়। অভিভাবকদের বইতে হয় বাড়তি খরচের বোঝা। শিক্ষা সংকট জাতীয় অগ্রগতিরও সমূহ ক্ষতি করে। গত দুই দশকে জাতি এই গোনাহগারি দিয়ে আসছে। আগে যেখানে বাইশ থেকে চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে যেত; এখন আটাশ-উনত্রিশ বছরেও শেষ হয় না।

নানা কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে গত দুই-তিন দশক ধরে। এতে ছাত্রদেরও অবদান কম নয়। পরীক্ষা এলেই এক শ্রেণীর ছাত্রের মাথায় যেন ভূতের ভর হয়। কয়েকজন মিলে পরীক্ষা পিছাবার দাবী তোলেন, আন্দোলন শুরু করেন। তাদের দলে কখনও কখনও মেধাবী ছাত্রদের দু' একজন থাকে। তবে বেশিরভাগ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ ছাত্রসমাজ এই হুজুগের বিরোধী। নিয়মিত অধ্যায়ন-অধ্যাপনা, কোর্স সমাপ্তি, পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফল প্রকাশ তাদের সবারই আরধ্য। তারা নির্ধারিত সময়েই শিক্ষাজীবন শেষ করতে চান, অনেকে উদ্যোগী ও সচেষ্ট হতে চান আয়-উপার্জনে নেমে সংসারের হাল ধরার মা-বাপের স্বপ্ন রূপায়িত করতে কিন্তু সময়মত পরীক্ষা হচ্ছে না বলে তাদের বসে থাকতে হচ্ছে বছরের পর বছর।

কোর্স প্রায়শই অসমাপ্ত থাকছে। লেখাপড়াই হয় না, কোর্স শেষ হবে কীভাবে? এমনিতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি-ছাটা বেশি, এর উপর বছরে বেশ কবারই অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বন্ধ করা হচ্ছে। এতে ইষ্টনাশ হচ্ছে শিক্ষার, ছাত্রদেরও ভবিষ্যতের। গত ক'বছরে সন্ত্রাসের বলি হয়েছে ক্যাম্পাস গোলযোগ। হকি স্টিকের লড়াই, ছুরিকাঘাত, গুলিবিনিয়ম, বোমাবর্ষণ, খুনাখুনি ইত্যাদি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল ক্যাম্পাসে। কৃষি, প্রকৌশল ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজগুলিতে সন্ত্রাস অনেক দিন ধরে চলেছে। সরকার শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় এই সন্ত্রাস অনেকখানি কমে এসেছে।

আমাদের দেশ ঐতিহাসিক কারণেই গরীব ও অনগ্রসর। এ দেশের মানুষ বুভুক্ষা, ব্যাধি, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, আশ্রয়হীনতা ইত্যাদি শত সমস্যায় জর্জরিত। এসব অভিশাপ মোচনের মূল উপায় একটাই-যুগোপযোগী শিক্ষার দ্রুত প্রসার। সভ্যতার সূচনা থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের বিড়ম্বিত ভাগ্য পরিবর্তন, সর্বাঙ্গীন উন্নতি অর্জন, বিরূপ প্রকৃতির বশীকরণ সব কিছুরই মন্ত্রশক্তি শিক্ষা। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ মনের অন্ধকার ও কুসংস্কার দূর করছে, পরিচ্ছন্ন ও প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার অধিকারী হচ্ছে এবং উদ্ভাবন করছে অগ্রগতির উপায়-উপকরণ। আমাদেরও শিক্ষার দ্রুত প্রসার ছাড়া ভাগ্যের চাকা ঘোরাবার আর কোন উপায় নেই।

আমাদের যুগ যুগব্যাপী স্বাধিকার আন্দোলন এবং একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের আসল উদ্দেশ্য দেশ ও দেশবাসীর উন্নতি, বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসন অর্জন। এর জন্য আমাদের একদিকে যেমন আধুনিক ও প্রগতিশীল মনের অধিকারী হতে হবে, অন্যদিকে তেমনি গড়ে তুলতে হবে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি। কিন্তু এই লক্ষ্যের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সনাতন ধ্যানধারণা। দৃঢ় হাতে নতুন এক সমাজ গড়ে তুলতে হবে। পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে জনমনে। শিক্ষার আলোয় সারা দেশই উদ্ভাসিত করতে হবে, সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রও তৈরি করতে হবে। আত্মবিশ্বাস ও নতুন শক্তিতে শক্তিমান করে তুলতে হবে দেশ গড়ার কারিগর জনশক্তিকে। দেশবাসীর প্রত্যেকের দুটি হাত কর্মীর হাতিয়ারে রূপান্তরিত হলেই আমাদের জাতির উন্নয়ন প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত, মসৃণ ও ফলপ্রসূ হবে। ব্যক্তি ও জাতি উভয়কেই বড় ও উন্নত হতে চাইলে কতকগুলি শর্ত পূরণ করতে হবে। এই শর্তগুলি হল-প্রথমে উন্নত ও বড় হওয়ার জন্য আগ্রহী হতে হবে, উন্নতি-সমৃদ্ধি চাইতে হবে। এরপর অর্জন করতে হবে সেই চাওয়াকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় দৈহিক, মানসিক, আর্থিক ও কারিগরি শক্তি। তবে এগুলির মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তিই প্রধান। এই দুই শক্তি থাকলে অন্য শক্তিগুলি অর্জন করা ততটা কঠিন হয় না।

চারদিকে চোখ মেলে দেখলেই দেখা যাবে যে, যেসব দেশ আজ উন্নত ও সমৃদ্ধ বলে পরিচিত, সেগুলির শিক্ষা-দীক্ষা অনেক বেশি, শিক্ষিতের হার প্রায় সব দেশেই শতকরা একশ' ভাগ। গত রোববারের দৈনিক পত্রিকাগুলিতে ১৪টি নতুন শিল্পোন্নত দেশের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান ও ভারত বাদে ১২টি দেশ সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, ব্রাজিল, দক্ষিণ কোরিয়া, হাঙ্গেরী, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড ও ভেনেজুয়ালায় শিক্ষিতের হার সর্বনিম্ন ৭৬ শতাংশ থেকে ৯৯ শতাংশ পর্যন্ত। ভারতের ৩৬ শতাংশ ও পাকিস্তানের ২৬ শতাংশ। আমাদের দেশের শিক্ষার হার পাকিস্তানেরও নিচে। অবশ্য সাবালক শিক্ষিতের হার ৩২ শতাংশ বলে প্রকাশিত এক তথ্যে বলা হয়েছে।

এদেশে এক সময় নাম সই যে করতে পারত তাকেই শিক্ষিত বলা হত। আশির দশকের শুরুতে এর পরিবর্তন ঘটে। যে লিখতে-পড়তে, সাংসারিক হিসাব রাখতে এবং ছোট-খাটো অংক করতে পারে; একমাত্র তাকেই শিক্ষিত বলা হবে বলে নীতি ঠিক হয়। বর্তমান সরকার এই নীতির ভিত্তিতেই শিক্ষা প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, নারী শিক্ষায় বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে এবং প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে শিক্ষাকে সন্ত্রাস ও নকলমুক্ত করার। চলতি বছরে জাতীয় বাজেটে একক খাতে শিক্ষা পেয়েছে সবচে বেশি বরাদ্দ। দেশে শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটলে, শিক্ষিতের হার বাড়লেই এসব পদক্ষেপ সার্থক হবে।

কলেজ-ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে শিক্ষার বিকাশ আমাদের দেশের জন্য বেশি দরকার। এদেশে শিল্প সম্প্রসারণের মত তেমন কোন খনিজ বা কৃষিজ সামগ্রী নেই, নেই কোন রফতানিযোগ্য পণ্যও। আছে শুধু জনশক্তি। এই জনশক্তি রফতানি করেই দেশ দু' পয়সা পাচ্ছে। এই জনশক্তিরও বেশিরভাগ শিক্ষাবঞ্চিত। শিক্ষিত লোকদের বেতন-ভাতা বেশি। সুতরাং শিক্ষিত জনশক্তি রফতানিতেই বেশি জোর দেয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিকার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে এলে, শিক্ষা-শিক্ষণ, পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফল প্রকাশ নিয়মিত ও যথাসময়ে চললে শিক্ষিত জনশক্তি বাড়বে। তাতে দেশের চাহিদা পূরণ হবে, রফতানিরও জন্য পাওয়া যাবে প্রচুর জনসম্পদ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব পালন করতে হবে নিষ্ঠার সঙ্গে। সন্ত্রাস নির্মূল হলে কারণে-অকারণে ক্লাস বন্ধ ঘোষণার প্রয়োজন পড়বে না। এক শ্রেণীর শিক্ষক রাজনীতিতে ও দলাদলিতে বেশি লিপ্ত থাকার দরুন বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমন কি স্কুল-কলেজেও শিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে না বলে অভিযোগ আছে। এই অভিযোগের অবসান ঘটাতে হবে। ছাত্রসমাজকে লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে হবে এবং সকল শিক্ষককে আত্মনিয়োগ করতে হবে তাদের দায়িত্ব পালনে। তবে যথাসময়েই কোর্স সমাপ্তি, পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফল প্রকাশের বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হলে দেশের সবাই লাভবান হবে।

—সমদর্শী